সংবাদ

30 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩

বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে সারাদেশে এইচএসসি পরীক্ষা —সংবাদ

এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম দিন

সারাদেশে বহিষ্কার ৯ শতাধিক লালমনিরহাটে ১ ট্রাঙ্ক প্রশ্নপত্র চুরি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ মোটামুটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এইচএসসি পরীক্ষার প্রথমদিন অতিবাহিত হয়েছে। বিভিন্ন স্থান থেকে আমাদের প্রতিনিধিরা জানান, এবারের পরীক্ষায় নকল প্রবণতা তুলনামূলকভাবে কম ছিল। তবে বৃহস্পতিবারের পরীক্ষায় দেশের অধিকাংশ স্থানে সাংবাদিকদের স্থানীয় প্রশাসন দায়িত্ব পালন করতে দেয়নি বলে জানা গেছে। গাজীপুরে ক্যান্ট বোর্ড কেন্দ্রে 'ক' সেটের বদলে **বহিষ্কার ঃ** পৃঃ ২ কঃ ৬

বহিষ্কার ঃ ৯শ'

(১ম পৃষ্ঠার পর)

'খ' সেটের প্রশ্নপত্র দিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে ছাত্ররা বিক্ষোভ করেছে। লালমনিরহাটে একটি কেন্দ্রে ১ ট্রাঙ্ক প্রশ্নপত্র চুরি গেছে বলে জানা গেছে। এই কেন্দ্রে নির্ধারিত সময়ের ৪০ মিনিট পরে পরীক্ষা শুরু হয় বলে আমাদের প্রতিনিধি জানান।

গতকাল অনুষ্ঠিত ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষায় বহিষ্কারের ঘটনা অন্য বছরের তুলনায় কম ছিল। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত (রাত সাড়ে ৮টা) পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কন্ট্রোল রুম সূত্রে সারাদেশের ৭শ' ১২ জন পরীক্ষার্থীর এইচএসসি পরীক্ষায় বহিষ্কার হয়েছে বলে জানা গেছে। আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে জানা যায়, আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষায় ২শ' ৭২ জন বহিষ্কার হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কন্ট্রোল রুম সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার ঢাকা বোর্ডে ১শ' ১৮, রাজশাহী বোর্ডে ৩শ' ৫৯, যশোর বোর্ডে ৫৯, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৮৫, কুমিল্লা বোর্ডে ৫৩, সিলেট বোর্ডে ২৫ এবং বরিশাল বোর্ডে ১০২ জন বহিষ্কৃত হয়েছে।

প্রথমদিনের পরীক্ষায় নোয়াখালীতে ৩ জন ছাড়া দেশের কোন স্থান থেকে শিক্ষক বহিষ্কারের খবর পাওয়া যায়নি। কোন অপ্রীতিকর ঘটনারও খবর পাওয়া যায়নি। রাজশাহী বিভাগের চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রথমদিনে কোন শিক্ষার্থী বহিষ্কার হয়নি। আগামীকাল ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

আমাদের লালমনিরহাট জেলা বার্তা পরিবেশক জানান, লালমনিরহাট সরকারি ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা বৃহস্পতিবার নির্ধারিত সময়ের ৪০ মিনিট পর শুরু হয়েছে। তাদের জন্য পৃথক প্রশ্নপত্র বোর্ড থেকে সরবরাহ না করায় অন্যত্র থেকে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে তবেই তাদের পরীক্ষা শুরু করতে হয়। এ নিয়ে পরীক্ষার্থীরা কেন্দ্রে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিষয়টি নিয়ে সর্বত্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া ছাড়াও প্রশাসনকে চরম বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়। আর এ অবস্থায় পার্শ্ববর্তী উপজেলা ও অন্য কেন্দ্রগুলো থেকে বাড়তি প্রশ্ন সংগ্রহ এবং আরও ঘাটতি থাকা কিছু প্রশ্ন ফটোকপি করে বিলম্বে হলেও পরীক্ষা শুরু করে পরিস্থিতি সামাল দেয়া গেলেও এ কেন্দ্রের জন্য বোর্ড থেকে পাঠানো প্রশ্নপত্রের একটি ট্রাঙ্ক নিয়েও রীতিমতো রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা যায়, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড থেকে কর্তৃপক্ষ এ কেন্দ্রের জন্য প্রশ্নপত্রের ৫টি ট্রাঙ্ক পাঠানো এবং সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ ৪টি ট্রাঙ্ক প্রাপ্তির বিষয়টি নিয়েও প্রশাসনে চলছে তোলপাড় অবস্থা।